স্বামী বিবেকানন্দ

সুভাষচন্দ্র বসু

আপনারা সামর্থ স্বামী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এ কথা ঠিক যে স্বামীজির যে-সকল পত্রাবলী এবং আলাপ-আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলি যে শুধু হৃদয়গ্রাহী তাই নয়, সেগুলি স্বামীজির প্রকাশ্য বক্তৃতা ও প্রাশিত পুস্তকাবলী অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানগর্ভ।

বিবেকানন্দ সম্পন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে আমি আত্মহারা হয়ে যাই, খুব কম লোকের পক্ষে– এমন কি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সুগভীর জটিল ও ঋদ্ধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব তাঁর বক্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ তাঁর এই লেখা ও বক্তৃতার দ্বারাই তিনি তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর বিশেষত বাঙালির উপর বিস্তার করেছিলেন। এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালির মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বে-হিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, স্বামীজির জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামীজি মানুষে ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মতো– আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw him' (আমার গুরু, আমি যেমন তাঁকে দেখেছি) পুস্তকে বলেছেন– ''The queen of his adoration was his motherland''– অর্থাৎ তাঁর আরাধনার দেবতা ছিল তার মাতৃভূমি। পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং বণিক শ্রেণির বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন– আপনারা তা পড়েছেন। সেসব কথা বলা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভন্ডামি বলতে পারেন, স্বামীজির মধ্যে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না। তাঁর চোখে এ-সব অসহ্য বোধ হত। বক-ধার্মিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেন– ফুটবলের মধ্য দিয়ে মুক্তি আসবে– গীতার মধ্য দিয়ে নয় (''Salvation will come through footbool and not through the Gita")। নিজে বৈদান্তিক হয়েও–তিনি ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে–''স্বামীজি আপনি কি বৌদ্ধ?" তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বহিত হয়ে উঠল–তিনি কম্পিত স্বরে বললেন, ''কী? বৌদ্ধ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক– তস্য সেবক"। বুদ্ধের সম্মুখে তিনি নিজেকে ধুলার মতো নত করে দিতেন। স্বামীজি প্রায়ই বলতেন– ''শঙ্কারাচার্যের মনীষা, বুদ্ধের হৃদয়বত্তাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।" অবনমিতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল সমুদ্র সমান। তাঁর সেই বাণী কি আমাদের স্মরণ আছে?–

''দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, উচ্চ কণ্ঠে বলো– ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ–দিবারাত্র প্রার্থনা করো, হে গৌরীপতি, হে শক্তিময়ী জননী– আমার দুর্বলতা হরণ করো, আমার কাপুরুষতা হরণ করে আমায় মানুষ করো।"

স্বামীজি ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ– তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সংগ্রামী– সেইজন্যই তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক, তিনি তাই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। ''শক্তি শক্তি, শক্তির কথাই উপনিষদ বলেছেন"– স্বামীজি এই কথাই বার বার বলেছেন, চরিত্র গঠনের উপর তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই বলা হবে না। এমনি ছিলেন তিনি মহৎ, এমনি ছিলে তাঁর চরিত্র– যেমন মহান, তেমনি জটিল। তাঁর বিষয় বলতে গেলে বলতে হবে যে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতম স্তরের যোগ্য–সত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ, জাতির ও মানবসমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিতাম। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা–এ কথা বললে বোধহয় ভুল করা হবে না।

যে ভাবে স্বামী দয়ানন্দ বা আর্য সমাজীরা সংগঠনের কাজ করেছেন– স্বামীজির সে ইচ্ছা ছিল না– এবং সে চেষ্টাও তিনি করেননি। হতে পারে এটা একটা ত্রুটি কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে বলতেন– মানুষ তৈরি করাই আমার ব্রত–''Man making is my mission"। তিনি জানতেন যে যদি দেশে সত্যকার মানুষ তৈরি হয় তা হলে সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণ হতে দেরি লাগবে না। তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষিত করবার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন, কিন্তু কখনও তাদের ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু বা স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করবার চেষ্টা করতেন না। এইজন্যই কোনও শিষ্যকে তিনি বেশি দিন নিজের কাছে রাখতেন না। তিনি বলতেন যে একটা বড়ো গাছের আওতায় অন্য একটা বড়ো গাছ কখনও বাড়তে পারে না। পরের যুগের মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর কতখানি প্রভেদ! তাঁরা স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারেন না এবং তাঁরা চান যে আমরা তাঁদের পায়ে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সব সমর্পণ করে আমাদের সকল চিন্তার ভার তাঁদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি।